দৈনিক ইনকিলাব

FEB. 04 2002

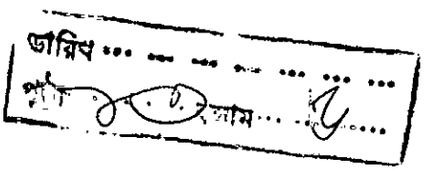

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশে গ্রেডিং পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস ও ঐচ্ছিক বিষয়ের নম্বর বিবেচনায় আনয়ন

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ ২০০১ সাল থেকে এসএসসি ও ২০০৩ সাল থেকে এইচএসসি পরীক্ষার ফল লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ২০০১ সালে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছেন। বিগত ৮ জুলাই ২০০১ দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত 'এসএসসির ফল বিপর্যয় হয়নি গ্রেডিং পদ্ধতি সংশোধন করা হবে' শিরোনামে প্রকাশিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ প্রচলিত গ্রেডিং পদ্ধতি পুরোপুরি আন্তর্জাতিকমানের সমকক্ষ নয় স্বীকার করে এই গ্রেডিং পদ্ধতির উচ্চ ধাপ দু'টি (৬০-৭৯ ও ৮০-১০০) ভেঙ্গে ৩টি বা ৪টি ধাপ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

২০০২ সালের মার্চ মাসে আবার শুরু হতে যাচ্ছে এসএসসি পরীক্ষা। এখন পর্যন্ত গ্রেডিং পদ্ধতি ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকের কাছে অস্পষ্ট রয়ে গেছে। সকলেই মনে করেছিলেন, আগামী এসএসসি পরীক্ষার অনেক আগেই ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকগণ এর পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে জানতে পারবেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত গ্রেডিং পদ্ধতির পুনর্বিন্যাসের কোন আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সত্যই যদি ত্রুটি যুক্ত গ্রেডিং পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস করার সদিচ্ছা প্রকাশ করেন তাহলে আগামী এসএসসি পরীক্ষার অনেক পূর্বেই গ্রেডিং পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস করে ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবককে ওয়াকিবহাল করা কি উচিত ছিল না? তা না হলে এবারও ফলাফলে বিপর্যয় আসবে। আমরা আশা করব বিগত সরকারের ত্রুটিযুক্ত গ্রেডিং পদ্ধতি বর্তমান সরকারের আমলে ত্রুটিমুক্ত হবে।

বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতি পুনর্বিন্যাস করার সময় চতুর্থ বিষয়ের নম্বর ফলাফলে যোগ করার ব্যাপারে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। পরীক্ষার ফলাফলে কোন উন্নয়ন না হলে কোন শিক্ষার্থীই ঐচ্ছিক বিষয় অধ্যয়নের জন্য নির্বাচন করে সময় ও অর্থের অপচয় করবে না। এটা অতি সহজ কথা ঐচ্ছিক বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরে যদি বেনিফিট পাওয়া না যায় তাহলে শিক্ষার্থীরা কেন এ বিষয় পড়বে? আর বিদ্যালয়গুলোই বা কেন ঐচ্ছিক বিষয়গুলো চালু রাখবে? কাজেই বিদ্যালয় থেকে সহসাই ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর বিলুপ্তি ঘটবে। ঐচ্ছিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এমন কতকগুলো বিষয় রয়েছে যার বিলুপ্তি ঘটলে গ্রামেগঞ্জে পশ্চাৎমুখিতা আসবে। বিশেষ করে কৃষি, কম্পিউটার, কর্মমুখী শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইত্যাদি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথ্য প্রযুক্তি বিকাশে প্রতি বিভাগ ও জেলা সদরে কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আগামী ৩ বছরে সারাদেশের বিদ্যালয়গুলোতে ১০ হাজারেরও অধিক কম্পিউটার সরবরাহ করার কথাও বলেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদ্যালয়গুলোতে যেখানে কম্পিউটার প্রবর্তনের কথা বলেছেন আর সেখানে ৪র্থ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত কম্পিউটার বিদ্যালয় থেকে বিলুপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। কারণ গ্রেডিং পদ্ধতিতে চতুর্থ বিষয়কে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে বিবেচনায় আনা হয়নি। এছাড়া গত ১ নভেম্বর, ২০০১ তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। এতে তিনি বলেছেন, "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেকার তৈরীর কারখানা করা হয়েছে। এই অবস্থার অবসান ঘটানো উচিত।" আমরাও বলছি, অবসান ঘটানোর জন্য বিদ্যালয়গুলোতে ৪র্থ বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে এবং ত্রুটিপূর্ণ গ্রেডিং পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস করে ৪র্থ বিষয়কে মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঐচ্ছিক বিষয়কে ফলাফলে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বর থেকে নিয়ম অনুযায়ী ৪০ নম্বর বাদ দিয়ে বাকি নম্বরের উপর জিপিএ বের করে ৮ দিয়ে ভাগ করলে ফলাফলে যা আসবে তা অন্যান্য বিষয়ের প্রাপ্ত জিপিএ পয়েন্টের সঙ্গে যোগ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ঐচ্ছিক বিষয়ের জিপিএ অন্যান্য বিষয়ের প্রাপ্ত জিপিএ-এর সাথে যোগ করলে ৫-এর অধিক হলেও সর্বোচ্চ ৫ বহাল থাকবে।

অতএব, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানগণের নিকট আবেদন, প্রকাশিত লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে ঐচ্ছিক বিষয়ের নম্বর নিয়ম অনুযায়ী যোগ করে লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিকে ত্রুটিমুক্ত করে ২০০২ সাল থেকে এসএসসি ও পরবর্তী সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হোক।

-মোঃ মুজিবুর রহমান
সভাপতি, বাংলাদেশ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক কারিগরি শিক্ষক সমিতি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান, ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স (আইডিই), ঢাকা।